সমকাল

তারিখ 02 MAR 2016
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ৪

জাতীয় স্কেলে বেতন দাবি

ফুটপাতে ইবতেদায়ি শিক্ষকদের ২১ দিন

■ বিশেষ প্রতিনিধি

জাতীয় স্কেলে বেতনের দাবিতে স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসার শিক্ষকরা ২১ দিন ধরে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে ফুটপাতে অবস্থান নিয়েছেন। বাড়ি থেকে নিয়ে আসা অর্থও ফুরিয়ে এসেছে অনেকের। অনাহারে-অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছেন। রাতে ঘুমাতে পারেন না মশার কামড়ে। বাধ্য হয়ে বেশির ভাগ শিক্ষক আত্মীয়স্বজনের বাসায় ছুটছেন রাতে। তবে এখন পর্যন্ত সরকারের তরফে কোনো আশ্বাস পাননি শিক্ষকরা। কেউ তাদের সঙ্গে দেখাও করতে যাননি।

আন্দোলনের ২১তম দিনে গতকাল মঙ্গলবার শিক্ষামন্ত্রী বরাবর দ্বিতীয়বারের মতো স্মারকলিপি দিতে মন্ত্রণালয় অভিমুখে যাত্রা শুরু করলে পুলিশি বাধার মুখে পড়েন আন্দোলনরত শিক্ষকরা। সচিবালয়ের ৫ নম্বর গেটের সামনের রাস্তায় শুয়ে পড়েন তারা। পরে শিক্ষক নেতাদের পাঁচ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল সচিবালয়ে গিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি জমা দেন। সংগঠনের মহাসচিব মাওলানা কাজী মোখলেছুর রহমান সমকালকে বলেন, দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত তারা যে আন্দোলনে রয়েছেন, তা অব্যাহত থাকবে।

কিশোরগঞ্জ থেকে এসে অবস্থান কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন মাওলানা নজরুল ইসলাম নামের এক শিক্ষক। তিনি জানান, এক দেশে দুই নীতি প্রয়োগ হতে পারে না। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক বিদ্যালয়ে যে সিলেবাসে শিক্ষার্থীদের পাঠদান করান, ইবতেদায়ি শিক্ষায় একই সিলেবাস তারা পড়ান। তবে এর বাইরে আরবিসহ ধর্মীয় কিছু সিলেবাস তারা বেশি পাঠদান দিয়ে থাকেন। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষকদের চেয়ে বেশি পাঠদান করেও তারা বৈষম্যর শিকার হচ্ছেন।

অবস্থান কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া একাধিক শিক্ষক জানান, তারা কোনো বেতন পান না। প্রতি মাসে এক হাজার টাকা হারে সরকার থেকে তারা ভাতা পান, তা-ও আবার তিন মাস পর পর। এর সঙ্গে প্রতি মাসে ২০০ টাকা হারে মহার্ঘ ভাতা যোগ করা হয়। সর্বসাকল্যে মাসে তারা এক হাজার ২০০ টাকা বেতন-ভাতা পান, যেখানে প্রাথমিক শিক্ষকরা একই সিলেবাস পাঠদান করিয়ে বর্তমান স্কেলে ১৫ হাজার বেতন পাচ্ছেন, যা নিতান্তই বৈষম্য।

মঙ্গলবার শিক্ষকদের অবস্থানস্থলে গিয়ে দেখা গেছে, দীর্ঘ ২১ দিন জাতীয় প্রেস ক্লাবের ফুটপাতের রাস্তায় অবস্থান করায় অনেক বয়স্ক শিক্ষক অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। অনেক শিক্ষক খাওয়া-দাওয়া ঠিকমতো না করায় তাদের বিভিন্ন রোগের উপসর্গ দেখা দিয়েছে।